জাত ঃ

এমপি-চারী, প্রো-অ্যাগ্রো চারী এবং এস-জি-এস-৫৯-৩।

সর্বভারতীয় গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প, কল্যাণী কেন্দ্র থেকে অধ্যাপক ডঃ দিলীপ কুমার দে এবং ডঃ চম্পক কুমার কুণ্ডু কর্তৃক প্রকাশিত এবং দিশা কম্পিউটারস, কল্যাণী, দুরাভাষ ০৩৩-২৫০২-২৭২৩ কর্তৃক মুদ্রিত।

যোগাযোগ ঃ অফিসার-ইন-চার্জ, সর্বভারতীয় সমন্বিত গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ডাইরেক্টরেট অফ্ রিসার্চ, কল্যাণী-৭৪১২৩৫, নদীয়া।

সর্বভারতীয় সমন্বিত গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প

SORGHUM

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী কেন্দ্র

সরঘাম (সরঘাম বাইকলর এল.)

ডাইরেক্টরেট অফ রিসার্চ
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
ফোন - ০৩৩-২৫৮২ ৮৪০৭

সরঘাম (সরঘাম বাইসোলোর এল.)

জমি ও মাটি ঃ

বেলে দোয়াঁশ থেকে কাদামাটি এটি চাষের জন্য উপযুক্ত।

বীজের হার ও বপন ঃ

এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যেকোন সময় সরঘাম বীজের বপণ করা যায়। এটি প্রচন্ড খরা সহ্য করতে পারে। বপণের সময় মাটিতে যথেষ্ট জল থাকা প্রয়োজন। বীজের হার প্রতি হেক্টরে ১২কেজি হওয়া উচিত। ভালভাবে ফসল প্রতিপালনের জন্য সারির মধ্যে দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি হওয়া প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ ঃ

নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশিয়াম ৪০ ২০ ২০কেজি হারে প্রয়োগের সাথে ৫টন ভার্মিকম্পোষ্ট এবং ৫টন FYM প্রয়োগ করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। এটি মাটির স্বাস্থ্যও ভালো রাখতে সহায়তা করে। অজৈব নাইট্রোজেন ও ফসফেট প্রয়োগের সাথে সাথে সবুজ গোখাদ্য, শুষ্ক পদার্থ, গাছের দৈর্ঘ্য এবং কান্ডের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমবার জমি নিড়ানোর পর অর্থাৎ ৩০-৩৫দিন পর নাইট্রোজেন ঘটিত সার যেমন ইউরিয়া ২৬কেজি প্রতি হেক্টর হারে প্রয়োগ করা উচিত। এ্যাজোটোব্যাক্টার ব্যবহার প্রয়োগে গাছের নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ে।

সেচ প্রয়োগ ঃ

যখন ও যেমন ভাবে প্রয়োজনে সেভাবে জলসেচ করা প্রয়োজন। জলনিকাশী ব্যবস্থাও ভালো রাখা উচিত কারণ জল জমা গাছের বৃদ্ধিতে বাধা দান করে।

আগাছা দমন ঃ

একবার হাতে নিড়ানোর সাথে ৬০০ লিটার প্রতি হেক্টর জলে ০.৭৫কেজি এ.আই অ্যাট্রাজিন প্রয়োগ করলে উচ্চ সবুজ গোখাদ্য ও শুষ্ক পদার্থ উৎপন্ন হয়। অঙ্কুরোদগমের পরে শুধু পেন্ডিমিথালিন ১.০ কেজি প্রতি হেক্টর বা ২,4-D ০.৫ কেজি প্রতি হেক্টরের সাথে প্রয়োগ করলে উচ্চ সবুজ গোখাদ্য উৎপন্ন হয়। অঙ্কুরোদগমের পরে ১.০কেজি মেটালাক্লোর এবং একবার হাতে নিড়ানোর ফলে প্রচুর শুষ্ক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

কাটা / ফসল সংগ্রহ এবং উৎপাদনশীলতা ঃ

বেশী গোখাদ্যের ফলন পাওয়ার জন্য একাধিকবার কাটা সরঘামকে একক ফসল হিসাবে এবং উন্নত মানের গোখাদ্য পাবার জন্য একবার কাটা সরখামের সঙ্গে বরবটি বা ক্লাস্টার বিন চাষ করতে হবে। এসজিএস-৫৯-৩ এবং এমপি-চারী দুটি উচ্চ গোখাদ্য উৎপাদনকারী জাত। গড়ে প্রতি হেক্টরে ১৫০-১৭০কুইন্টাল সবুজ গোখাদ্য পাওয়া যায়। ফুল আসার পর দানা পুষ্ট হলেই কাটা উচিত। কিন্তু ফুল আসার আগে সরঘাম কাটলে তা প্রাণীদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।

ফসল বপনের পদ্ধতি ঃ

গোখাদ্যের মান বাড়ানোর জন্য সরঘামের সাথে রাইসবিন, বরবটি বা গুয়ার মিশিয়ে চাষ করা যায়।

বীজ উৎপাদন ঃ

একাধিকবার কাটা সরঘামের বীজের ফলন খুব কম, সাধারনভাবে প্রতি হেক্টরে ২-৬ কুইন্টাল বীজ উৎপন্ন হয়।